আওয়ার ফিল্মসের নিবেদন
নতুন খবর
রচনা ও পরিচালনা
প্রেমেন্দ্র মিত্র
২1-11-47

নতুন খবর

প্রযোজনা : জে, কে, ঠক্কর

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত ও পরিচালিত

সঙ্গীত-পরিচালনা : কালিপদ সেন

চিত্রশিল্পী : সুধীর বসু
সম্পাদনা : সন্তোষ গাঙ্গুলী
শিল্প-নির্দ্দেশক : বটু সেন
নৃত্য পরিচালক : পিনাকী
শব্দযন্ত্রী : পাঁচুগোপাল দাস
রসায়নাগারাধ্যক্ষ : ধীরেন দাশগুপ্ত
ব্যবস্থাপক : লালমোহন রায়
রূপ সজ্জাকর : রামু
সহকারী-পরিচালক : অমল বসু, ভানু ভট্টাচার্য্য, ভ্যাংটেশ্বর মুখোপাধ্যায়, অমিয় দে

:: অন্যান্য-সহকারীগণ ::

চিত্রশিল্পে : সন্তোষ গুহ রায়, সমীর দত্ত, বিমল চৌধুরী, শৈলেন বিশ্বাস
শব্দগ্রহণে : জগদীশ দাস. রসায়নাগারে : শম্ভু সাহা, সামান্ত রায়, ননী, সরল
সম্পাদনায় : নীরেন চক্রবর্ত্তী, প্রণব মুখার্জ্জী, তারপদ ঘোষ :::::::
ব্যবস্থাপনায় : তারক পাল. নিতাই সরকার, পাঁচুগোপাল দাস
রূপসজ্জায় : প্রমথ-চন্দ্র, শম্ভু, সঙ্গীত-পরিচালনায় : শৈলেশ রায়

ভূমিকায়

ভারতী দেবী (এন্ টি-র সৌজন্যে), পূর্ণিমা, কুমারী কেতকী, বেলা বোস, পরেশ ব্যানার্জ্জী, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, অমর মল্লিক (এন্ টি-র সৌজন্যে), ইন্দু মুখার্জ্জী, কৃষ্ণধন মুখার্জ্জী, মেজর ঘোষ (নন্দবাবু, আই-এন-এ), নবদ্বীপ হালদার, প্রফুল্ল দাস (হাজু), শিশির মিত্র, জয়নারায়ণ মুখার্জ্জী, বেচু সিংহ, তারু মুখার্জ্জী, অমূল্য, পাঁচকড়ি, প্রবোধ, তারক, ভানু, বাণীবাবু, গণেশ, পিনাকী, মেনকা, বীণা, চপলা, রাধা, শিবানী প্রভৃতি

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড
গুজরাট প্রিন্টিং প্রেস
ঘোষ কাজিন
অরুণ এণ্ড কোং
রায় ব্রাদার্স
শ্রীঅরুণকুমার দাস

টেলিগ্রাম
রূপবাণী

ডিস্ট্রিবিউটার্স
প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ

টেলিফোন
বড়বাজার ১১৩

নতুন খবর

কাহিনী ●●●

রায় বাহাদুর ভবানীপ্রসাদ চৌধুরী তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র জয়ন্তর ওপর ভয়ঙ্কর রেগেছেন। রাগবারই কথা! যাদের তোয়াজ ও তোষামোদ ক'রে ভবানী-প্রসাদের কন্ট্রাক্টারি কারবার ফেঁপে উঠেছে, তাদেরই বিরুদ্ধে জয়ন্ত কাগজে অপ্রিয় সত্য কথা লেখে কেন?

ভবানীপ্রসাদের প্রাসাদে জয়ন্ত ও তার ছোট বোন খুশী ছাড়া আর কোন আত্মীয় স্বজন নেই। এই দুটি ছেলে-মেয়েকে নিয়েই তাঁর সংসার। তাঁর দাদা-বৌদি সারাজীবন স্বদেশী কাজে মেতে থেকেছেন, আজ তাঁরা কেউই বেঁচে নেই। মা-বাপ-মরা জয়ন্ত ও খুশীকে ভবানীপ্রসাদ গভীর স্নেহে ও মমতায় মানুষ করে তুলেছেন—আর সেই জয়ন্ত কিনা তাঁরই বুকের উপর বসে তাঁর দাড়ি ওপড়াবে। না, এ তিনি কখন সহ্য করবেন না। রাগের ঝোঁকে তিনি জয়ন্তকে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বলতেই, হতভাগাটা কিনা নিজের বোনটিকে ডেকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। বলে গেল, উপস্থিত গিয়ে সে তাদের কল্‌কাতার বাড়ীতে গিয়ে উঠবে, আর নিজের যা সামান্য অর্থ আছে তাই দিয়ে সংসার চালাবে সঙ্গে সঙ্গে একটা চাকরী জোগাড়ের চেষ্টাও চলবে।

এমন ভাইপোর মুখদর্শন তিনি করতে চান্ না।

কল্‌কাতার বাড়ীটি মস্ত বড়। এতবড় বাড়ীতে জয়ন্ত বেরিয়ে গেলে ছোট খুশীকে একলাই থাকতে হ'ত কিন্তু এ বাড়ীতে পদার্পণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দুর্লভ নামে একটি দুর্লভ রত্ন এসে জুটল একাধারে ঠাকুর ও চাকর হয়ে। তাছাড়া পাশের বাড়ীর প্রণতির সঙ্গে খুশীর আলাপ হয়ে গেছে। প্রণতি হ'ল 'নতুন খবর' সাপ্তাহিক ও ছাপাখানার প্রতিষ্ঠাতা নিবারণবাবুর মেয়ে।

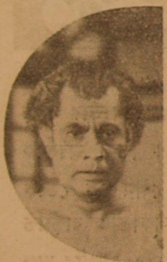

'নতুন খবর' সাপ্তাহিক ও প্রেস সম্বন্ধে এখানে একটু বিস্তৃত ভাবে বলা প্রয়োজন। নিবারণবাবু এই পত্রিকা ও প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হ'লেও তিনি এর সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী হ'তে চাননি। তিনি সামান্য কম্পোজিটর থেকে আজ স্বাধীন ভাবে বাঁচবার চেষ্টা করছেন। 'নতুন খবর' প্রেসে যাঁরাই কাজ করেন তাঁরাই এর অংশীদার। কাগজ ও প্রেস বেশী বাড়বার অবকাশ এখনও পায়নি বটে কিন্তু নিবারণবাবু আর তাঁর মেয়ে প্রণতি এই নিয়ে মস্ত বড় স্বপ্ন দেখেছিলেন—যারা ছাপাখানার কালিঝুলি মেখে জীবন কাটায়, তাদের সারাজীবনের নিজস্ব বলতে কিছু সম্বল।

পৃথিবীর কোন স্বপ্নই অটুট নয়। 'নতুনখবর' প্রেসেও একদিন ধাক্কা এসে লাগল, স্বপ্ন গেল ভেঙ্গে। অকস্মাৎ একদিন আসন্ন নির্ব্বাচনের প্রার্থী যোগজীবন সমাদ্দার সদলবলে 'নতুন খবর' অফিসে হানা দিলেন। তাঁর প্রশস্তি গেয়ে একটি নিবেদন নিবারণবাবুর পত্রিকায় প্রকাশ করবার জন্যে তিনি প্রথমে সানুনয় অনুরোধ জানালেন। কিন্তু যোগজীবন সমাদ্দারের প্রতিষ্ঠা হ'ল পরের সর্ব্বনাশের ওপর। নিবারণবাবু তাঁকে সমর্থন করতে স্বীকৃত হলেন না। সানুনয় অনুরোধের পর এল প্রলোভন, তারপর রক্তচক্ষুর আস্ফালন। কিন্তু নিবারণবাবু সে জাতের মানুষ ন'ন যারা এত সহজে আত্মবিক্রয় করে। যোগজীবন সমাদ্দারকে বিমুখ হয়ে ফিরতে হ'ল। কিন্তু নিবারণবাবু শুধু যোগজীবন সমাদ্দারকেই বিমুখ করলেন না, যোগজীবনের পিছনে ছিল ধরণীধর চৌধুরী যিনি সাতটি কাগজের মালিক, যাঁর কাছে 'নতুন খবর' প্রেসও বন্ধক ছিল। ধরণীধর চৌধুরীর অনুরোধও নিবারণবাবুকে এতটুকু বশে আনতে পারল না। ধরণীধর বিশ্বাস করতেন পৃথিবীতে চাঁদির জুতা মেরে সকলকেই সায়েস্তা করা যায়; তাঁর সে ধারণায় আঘাত লাগল। আঘাত খেয়ে থেমে যেতে ধরণীধর শেখেননি।

ধরণীধরের কারসাজীতে 'নতুন খবর' প্রেসের কম্পোজিটররা করল ধর্ম্মঘট—তারা নিবারণবাবুকে জানিয়ে দিলে তারা অংশীদার হয়ে মিনিমাগনায় কাজ করার চেয়ে মাইনে নিয়ে প্রেসে কাজ করতে চায়। তাদের মাইনে চাই।

নিবারণবাবু জানালেন মাইনে দেওয়ার সামর্থ তাঁর এখন নাই। তাঁর সরল সহজ আবেদন কেউ শুনল না। সকলে চলে গেল শুধু অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল একজন, সে 'নতুন খবর' প্রেসের কেউ নয়, সে জয়ন্ত। জয়ন্ত এগিয়ে এসে বললে, সে কাজ করবে। নিবারণবাবু ও প্রণতি তাকে কম্পোজিটর বলেই ভুল করল। জয়ন্তও অতিরিক্ত উৎসাহ ও আগ্রহে এবং অপরপক্ষকে নৈরাশ্যের বেদনা থেকে বাঁচাতে গিয়ে কম্পোজিটরি সম্বন্ধে তার অক্ষমতার কথা জানাতে পারল না।

কিন্তু এই লুকোচুরি একদিন প্রণতির কাছে ধরা পড়ে গেল। প্রেসের মেসিনম্যান ছোটেলাল প্রণতিকে বলল, কাজের লোক অনেক মিলবে দিদিমণি, কিন্তু সাচ্চা আদ্‌মি মিলবে না। ছোটেলাল কৌশল করে একদিন প্রেসের ধর্ম্মঘটিদের প্রেসে এনে উপস্থিত করল। তাদের আটকে রেখে কাজ করাবার মতলব করেছিল ছোটেলাল কিন্তু নিবারণবাবু বললেন, তা হয় না, জুলুম চিরকালই অন্যায়, সে যত ভাল কাজের জন্যেই হোক না কেন। এমন সময় জয়ন্ত গিয়ে তাদের সামনে দাঁড়াল মিনতি নিয়ে—তার আবেদনে ছিল সহৃদয়তা, নতুন আশা ও আদর্শের প্রেরণা জোয়ারের মত ভাসিয়ে নিয়ে গেল সকল মতবিরোধ। সবাই কাজে যোগদান করল।

আবার নূতন করে দেখা দিল বিপত্তি। 'নতুন খবরের' সম্পাদক কুঞ্জবাবু ছিলেন মেরুদণ্ডহীন লোক উপরন্তু তিনি ছিলেন ধরণীধরের ধামাধরা। কুঞ্জবাবু মেজাজ দেখিয়ে চলে গেলেন। এখন লিখবে কে! 'নতুন খবর' এইবার বুঝি সত্যাই বন্ধ হ'ল। প্রণতি বসেছে লিখতে। এমন সময় ছাপাখানা থেকে মেসিনের শব্দ পাওয়া গেল। নিবারণবাবু ও প্রণতি গিয়ে দেখল সম্পাদকীয় লেখা মেসিনে উঠেছে। কে লিখেছে এই অদ্ভুত জোরালো রচনা; জানা গেল লিখেছে জয়ন্ত।

এই রচনার মধ্যে প্রণতি পেল জয়ন্তর সত্যিকারের পরিচয়। নতুন বিস্ময় তার হৃদয়ে লাগাল নতুন দোলা—কুমারী মনে পড়ল একটি তরুণের ছায়া অপরূপ হয়ে।

এর পর ধরণীধর চাইলেন কিস্তি খেলাপের অজুহাতে 'নতুন খবর' প্রেস থেকে মেসিন তুলে নিয়ে যেতে।

নিবারণবাবুর হয়ে জয়ন্ত ধরণীধরের নিকট আরও কিছু সময় চেয়ে নিতে গেল। ধরণীধর একটি নূতন চাল চাললেন। তিনি জয়ন্তর লেখনীর গুণগান করে বললেন, এমন লেখনী ছোট একটি সাপ্তাহিকের সীমায় আবদ্ধ রেখে কেন নষ্ট হয়ে যাবে, তার চেয়ে চলে আসুক জয়ন্ত—তাঁর এখানে জয়ন্তকে সম্পাদক করে তিনি 'সাধারণ' নামে নতুন দৈনিক প্রকাশ করবেন। জয়ন্ত তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারল না। তখন তিনি 'নতুন খবর'-কে দৈনিক রূপে প্রকাশ করবার পরামর্শ দিলেন—খরচপত্র তিনি জোগাবেন।

নিবারণবাবু ও প্রণতি ধরণীধরের কাছে এমনিভাবে আত্মবিক্রয় করতে স্বীকৃত হলেন না—এরই সূত্র ধরে জয়ন্তর সঙ্গে প্রণতির ভুল বোঝার ভার গুরুতর হ'য়ে উঠলো। জয়ন্ত 'নতুন খবর' পরিত্যাগ করে হ'ল ধরণীধরের 'দৈনিক সাধারণ' কাগজের সম্পাদক।

ধরণীধরের নিযুক্ত গুণ্ডাদের দ্বারা আহত নিবারণবাবুকে হাসপাতালে পাওয়া গেল। হাসপাতালে বিলাপের ঘোরে নিবারণবাবু কেবলি বলতে লাগলেন, জয়ন্ত তুমি ওদের কাছে নিজের কলম বিকিয়ে দিও না।

জয়ন্ত কি সত্যই আদর্শচ্যুত হয়েছিল? প্রণতি আর জয়ন্তের প্রণয় কি ভুলবোঝার মাঝে গেল হারিয়ে? 'নতুন খবর' প্রেস কি গেল শয়তানের কবলে? সত্যভাষণের টুঁটি টিপে ধরে জিতল কি স্বার্থবাদীদের দল?

হৃদয়াবেদনের গভীরতায়, নাটকীয় গতিবেগের দুরন্ত ছন্দে অপরূপ ও অভিনব কাহিনী 'নতুন খবর' মানুষের সংঘাতময় জীবনের যে পরম সত্যকে চিনিয়ে দিয়েছে তার পরিচয় পাবেন ছবিতে।

গান

কোথা যেন বাদল ঘনায়
গুরু গুরু রবে দুরু দুরু বুক
কাঁপে কোন দুরাশায়।
ভেবে রাখি ভুলবনা
সবই মিছে কল্পনা,
মনে মেঘের বিজলী তবুও
চোখে চোখে চমকায়।
এবার তবে কি ঝড়
হৃদয় গোপে প্রহর
নোঙর ছেঁড়ার ঢেউ এল বুঝি
জীবনের কিনারায়।
(প্রণতি)

রচনা
প্রেমেন্দ্র মিত্র
সুরশিল্পী
কালিপদ সেন

পুরুষ : কালো রাতের কাল নাগিনীর
মাথায় জ্বলে মাণিক
নারী : মাথায় জ্বলে মাণিক তারার ঝিলিমিলি
বাঁশীতে কে বিষ ঢেলে ঘুম কেড়ে নিলি
কোরাস : ও ভিন্ দেশী বেদিয়া।
পুরুষ : বনে বনে বেড়াই খুঁড়ে বিষম বিষধর
দাঁতের বিষের দাওয়াই জানি, নয়নেতেই ডর
তারে বশ করি কি দিয়া
নারী : অনেক চতুরালি জান, জান অনেক ছল
নয়নে বিষ কোথায় ও'ত চোখের নোনাজল
ওঠে পরাণ ভেদিয়া।
পুরুষ : বিষের বেসাত করি কন্যা ঘর দুয়ার নাই
নারী : ঘরে কি কাজ দরাজ বুকে ঠাঁই যদি গো পাই
কোরাস : রাখ হৃদয়ে বাঁধিয়া।

(বেদে বেদেনীর দল)

PRIMA FILMS (1938) LTD

CALCUTTA

প্রাইমার

পরিবেশনে

আওয়ার ফিল্মসের	ডি, জি, পিকচার্সের	সিনে প্রোডিউসার্সের
এই দেশেরই মেয়ে	**শেষ নিবেদন**	**মায়ের ডাক**
রচনা ও পরিচালনা :	শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে	কাহিনী :
শৈলজানন্দ	পরিচালনা :	**চাঁদমোহন চক্রবর্ত্তী**
	ধীরেন গাঙ্গুলী	পরিচালনা :
	ভূমিকায় : **সরযূবালা, মলিনা, ছবি বিশ্বাস, নবদ্বীপ প্রভৃতি**	**সুকুমার মুখার্জ্জী**

শ্রীফণীন্দ্র পাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত : ১৮, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ, দি ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী ও ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ লিমিটেড হইতে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে বি, এস্-সি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। [মূল্য দুই আনা